

# আমাদের অঙ্গীকার : পুষ্টিহীন কন্যাশিশু নয় আর

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০০৫

আজ ৩০ সেপ্টেম্বর। জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য - “আমাদের অঙ্গীকার : পুষ্টিহীন কন্যাশিশু নয় আর”। ইউনিসেফের বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০৪ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৫ বছরের নিচে শতকরা ৪৮ ভাগ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। একই সাথে ব্যাপক পুষ্টিহীনতা এবং পুষ্টি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার অভাব আমাদের দেশে জন্ম দিয়েছে অপুষ্টির এক ভয়াবহ ‘দুষ্টিচক্র’। নারী এবং কন্যাশিশুরাই মূলত এ দুষ্টিচক্রের শিকার।

জন্ম থেকেই কন্যাশিশুরা নানা অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার। খাবারের ক্ষেত্রেও তারা ছেলে শিশুদের তুলনায় কম পায়। ইউনিসেফের তথ্য অনুসারে পাঁচ বছরের কম বয়সী ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা শতকরা ১৬ ভাগ কম ক্যালরী গ্রহণ করে। তাই এ বয়সের ৬ শতাংশ ছেলে অপুষ্টিতে ভুগলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার ৯ শতাংশ। অপুষ্টি ও চিকিৎসার অভাবে কন্যাশিশুদের মৃত্যুহারও বেশি। ইউনিসেফের এক হিসাবে দেখা যায়, ১-৪ বছর বয়সী কন্যাশিশুদের মৃত্যুহার একই বয়সী ছেলে শিশুর তুলনায় শতকরা ২৭ ভাগ বেশি।

কন্যাশিশুরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিনোদনের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। কৈশোরে তাদের অধিকাংশই আবদ্ধ হয়ে যায় চার দেয়ালের গণ্ডিতে। বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তাদের অনেকেরই বিয়ে হয়ে যায়। গর্ভকালীন সময়ে তাদের অনেকেই প্রয়োজনীয় পুষ্টিখর খাবার পায়না। ফলে তারা জন্ম দেয় স্বল্প ওজনের অপুষ্টি শিশু। এইভাবে কিশোরী মায়েদের অপুষ্টি ও বঞ্চনাই যুগ যুগ ধরে টিকিয়ে রাখছে ‘অপুষ্টির দুষ্টিচক্র’। একারণে কিশোরী মায়েদের প্রসবকালীন মৃত্যুর ঝুঁকিও ৩ গুণ বেশি। কন্যাশিশুদের প্রতি অযত্ন আর অবহেলার পরিণতি ভোগ করে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকল মানুষ।

অপুষ্টির এই মাসুল দিতে গিয়ে পুরো জাতিই এগিয়ে যাচ্ছে অনিবার্য পঙ্গুত্বের দিকে। ইউনিসেফ-এর সাম্প্রতিক এক তথ্যে বলা হয়, অপুষ্টির কারণে গত ১০ বছরে বাংলাদেশকে প্রায় ২,৪০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

পুষ্টিহীনতার কারণে শিশুদের অক্ষত, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব, কুষ্ঠ, গলগণ্ড ও রক্তশূন্যতা ইত্যাদি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। ফলে ডায়রিয়ার মত অতি সাধারণ রোগেও অনেক সময় তারা মৃত্যু বরণ করছে। গত ২০০৩ সালের এক জরিপে দেখা গেছে যে, গর্ভকালীন সময়ে পুষ্টিহীন মা যেসব শিশু জন্ম দেয় প্রয়োজনীয় ক্যালরীর অভাবে তাদের ৫০ ভাগই (পাঁচ বছরের কম) অধিক হারে রক্ত শূন্যতায় ভুগছে। এসব শিশুর মধ্যে কন্যাশিশুর সংখ্যাই অধিক।

ইউনিসেফ-এর তথ্য মোতাবেক আমাদের দেশে ০-১৮ বছর বয়সী কন্যাশিশুর সংখ্যা প্রায় দুই কোটি ছিয়ানব্বই লাখ। এদের অধিকাংশই যদি পুষ্টিহীনতায় ভোগে, মৌলিক অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে জাতি হিসেবে সুস্বম বিকাশের স্বপ্ন হয়ে উঠবে সুদূর পরাহত।

এ বাস্তবতায় বিশ্বের সকল শিশুর পুষ্টির অধিকারের কথা স্বীকৃত হয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র ও সনদে। এগুলোর মধ্যে প্রোটেকশন এণ্ড ডেভলপমেন্ট অফ দি চিলড্রেন (১৯৯০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমনকি শিশুর পুষ্টির অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য-২০১৫ -এ শিশু মৃত্যুহারকে অর্ধেকে (৫০%) নামিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে।

কন্যাশিশুর প্রতি এসব বঞ্চনার শেকড় উৎপাটন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষে এককভাবে করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সচেতন, বিবেকবান ও সমপ্রত্যাশী সকল মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ও কার্যকর পদক্ষেপ। যদি সমাজের প্রতিটি মানুষ কন্যাশিশুর পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সামাজিক আন্দোলনে দায়িত্ব নেন ও সোচ্চার হন, তবেই গড়ে উঠতে পারে এক মানবিক সমাজ, যেখানে সকল শিশুর ভবিষ্যত নিরাপদ।

পুষ্টির ক্ষেত্রে তাই আর বৈষম্য নয়, চাই সমঅধিকার ও সমতা। আসুন এবারের কন্যাশিশু দিবসে আমরা একত্রে কঠে কঠ মিলিয়ে বলি “আমাদের অঙ্গীকার : পুষ্টিহীন কন্যাশিশু নয় আর”।

প্রচারে : জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

সহযোগিতায়: প্ল্যান-বাংলাদেশ, যুবক ও সমতা